দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ০5 DEC 2015
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

ভর্তি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে কুবিতে ছাত্রলীগের সংঘর্ষ

প্রাধ্যক্ষ, সহকারী প্রক্টরসহ আহত ১০

■ কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা দিতে আসা ভর্তিচ্ছুদের স্বাগত জানানোকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে শুরু হয়ে দিনের বিভিন্ন সময় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। শুক্রবার সকালে 'এ' ইউনিট ও বিকালে 'বি' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ভর্তি পরীক্ষা চলাকালে কোটবাড়িতে গভর্মেন্ট ল্যাবরেটরী হাই স্কুল প্রাঙ্গণ ও চাঙ্গীনি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এতে শিক্ষকসহ কমপক্ষে দশজন আহত হয়েছেন। আহতরা কুমিল্লার বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শী জানান, ছাত্রলীগ সভাপতি নাজমুল হাসান আলিফ ও সাধারণ সম্পাদক রেজা-ই-এলাহীর সমর্থকদের মধ্যে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রেজাউল ইসলাম মাজেদ গুরুতর আহত হয়েছেন। আরো আহত হয়েছেন ৬ষ্ঠ ব্যাচের শিক্ষার্থী পার্থ, জিসান, ৫ম ব্যাচের শিক্ষার্থী মাহমুদুল হাসান, ৭ম ব্যাচের শিক্ষার্থী সজলসহ কয়েকজন। সংঘর্ষের সময় ঐ পথ দিয়ে গাড়িতে করে কেন্দ্র পরিদর্শনে যাচ্ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো: আলী, আশরাফ ও বিজ্ঞান অনুষদের ডিন ড. সৈয়দুর রহমান। গাড়ি থেকে নেমে তারা সংঘর্ষ থামাতে চেষ্টা করেন। এ সময় সংঘর্ষ থামাতে গেলে আহত হন কাজী নজরুল ইসলাম হলের প্রাধ্যক্ষ মেহেদী হাসান। বহিরাগতদের হাতে লাঞ্ছিত হন সহকারী প্রক্টর কাজী ওমর সিদ্দিকী রানা। পরে সাধারণ সম্পাদক রেজা-ই-এলাহী ও ছাত্রলীগ নেতা ইলিয়াস হোসেন সবুজের সমর্থকরা কাজী নজরুল ইসলাম হলের সভাপতি আলীফের কক্ষ ভাংচুর করেন। এ সময় প্রাধ্যক্ষের অফিস কক্ষও ভাংচুর করা হয়। তবে সাধারণ সম্পাদক রেজা-ই-এলাহী দাবি করেন, সভাপতি আলিফ বহিরাগতদের নিয়ে আমাদের উপর হামলা করেন।

বিকালে 'বি' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। পরে প্রক্টরিয়াল বডির পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

ভর্তি পরীক্ষাকে কেন্দ্র

২০ পৃষ্ঠার পর

হস্তক্ষেপে ফটক ছেড়ে দেয়া হয়। ছাত্রলীগ নেতা ইলিয়াস হোসেন সবুজ ও সাধারণ সম্পাদক রেজা-ইলাহী জানান, সভাপতি আলিফ বহিরাগতদের নিয়ে হামলা করেছেন এতে শিক্ষক ও সহকারী প্রক্টর আহত হয়েছেন। আমরা আলিফের বহিষ্কারের দাবিতে ৪৮ ঘণ্টা সময় বেঁধে দিয়েছি।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রক্টর মোহাম্মদ আইনুল হক বলেন, হামলাকারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। আমরা সুষ্ঠুভাবে ভর্তি পরীক্ষা শেষ করতে চেষ্টা করেছি। সংঘর্ষের বিষয়ে জানতে চাইলে কুমিল্লা সদর দক্ষিণ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) প্রশান্ত পাল বলেন, আমরা পরিস্থিতি সামাল দেয়ার চেষ্টা করছি।